36856 - ঈদে সংঘটিত হয় এমন কিছু ভুলভ্রান্তি

প্রশ্ন

দুই ঈদে সংঘটিত হয় এমন কোন্ কোন্ ভুল ও শরিয়ত গর্হিতকাজ থেকে আমরা মুসলিম সমাজকে সতর্ক করবো? আমরা কিছু কাজ দেখে সেগুলোর বিরোধিতা করে থাকি। যেমন-ঈদের নামাযের পরে কবর যিয়ারত করা এবং ঈদের রাতে জেগে থেকে ইবাদত করা...।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

ঈদও ঈদের খুশি অত্যাসন্ন। তাই কিছু বিষয়ে মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে।আল্লাহরশরিয়ত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহনাজানার কারণে কিছু মানুষযে কাজগুলো করথোকেন।যেমন : ১. ঈদের রাত জেগে থেকে ইবাদতকরাকে শরিয়তসম্মত আমল হিসেবে বিশ্বাসকরা: কিছু কিছুমানুষবিশ্বাসকরযে,ঈদের রাতজেগে থেকে ইবাদত করাটাশরিয়তসম্মত আমল।অথচ এটিএকিটনিতুনপ্রবর্তিতবিষয় তথা বিদ‘আত।এই আমলনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিতনয়। বরংএকটিদুর্বলহাদীসএে বিষয়টি বর্ণিতহয়েছে।যাতএসেছে“যব্যেক্তি ঈদেরেরাতজগেহেবাদত করবে; যেদিনিসবহৃদয়মরযোবে সেদিন তারহৃদয়মরবনো।” এটসিহীহহাদিস হিসাবে প্রমাণিত নয়।এ হাদিসিটিদুইটিসনদরেমাধ্যমে বর্ণিতহয়েছে। এরএকটিমাওজু (বানোয়াট) এবংঅপরটিহলজয়ফি জদিদান (খুবইদুর্বল)।দেখুন আলবানীর“সলিসলিাতুল আহাদিস আদ্দায়িফা ওয়াল মাওজুআ (৫২০,৫২১)। তাই অন্য রাতগুলোকে বাদ দিয়ে বিশেষভাবে ঈদের রাতে নফল নামায পড়া শরিয়তসম্মত নয়। তবে যাদের তাহাজ্জুদ নামায পড়ার অভ্যাস আছে তারা ঈদের রাতে তাহাজ্জুদ নামায পড়তে কোন দোষ নেই। ২.দুই ঈদেরদিন কবর যিয়ারত করা: এই আমল ঈদের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য তথা আনন্দ, উচ্ছ্বাস ও খুশি প্রকাশের সাথে সাংঘর্ষিক এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সলফে সালেহীনদের আমলের বিপরীত। উপরন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে, কবরকে উৎসবস্থল বানাতে নিষেধ করেছেন এটি সেই সাধারণ নিষেধাজ্ঞার অধীনে পড়ে যায়।যেমনিট আলেমগণ উল্লেখ করেছেন যে, বিশেষ কিছু মুহূর্তে ও বিশেষ কিছু মৌসুমে কবর যিয়ারত করাটা হচ্ছে-কবরকে উৎসবস্থল হিসেবে গ্রহণ করা। দেখুন আলবানীর ‘আহকামুল জানায়িয ওয়া বিদাউহা’ (পৃঃ ২১৯ ও২৫৮)। ৩.নামাযের জামাত বর্জন করা এবং নামায না পড়ে ঘুমিয়ে থাকা: এটি খুবই দুঃখজনক। আপনি দেখবেন যে কিছু মুসলিম নামায নষ্ট করে এবং নামাযের জামাত ত্যাগ করে। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:“আমাদেরও অমুসলিমদের মাঝে (পার্থক্য সূচিত করে) নামাজের অঙ্গীকার, যে ব্যক্তি নামাজ ত্যাগ করল, সে কুফরী করল।” [জামে তিরমিযী (২৬২১) ও

সুনানে নাসা’ঈ (৪৬৩, আলবানীসহীহ আততরিমিযী গ্রন্থে হাদসিটকিসেহীহবলছেনে।] এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলছেনে:“মুনাফকিদরে জন্য সবচয়েে কঠনি নামায হচ্ছ- এশাওফজর। তারা যদি জানত এ নামাযদ্বয়রে মধ্য(কী কল্যাণ)আছ,ে তবে তারা হামাগুড়ি দয়িে হলওে এই দুই সালাতে উপস্থতি হত। একবার আমি মনস্থ করছেলিাম যে নামায শুরু করার নর্িদশে করব; নামাযরে ইকামত দয়ো হবে এবং এক ব্যক্তকিে আদশে করব যে লোকেদরে নয়িে (ইমাম হসিবে)সালাতআদায় করব।ে আর আমি আমার সাথে কছিু লোক নয়িে বরে হব। তাদরে সাথে কাঠরে বাণ্ডলি থাকব।ে সইে সমস্ত লোকেদরে কাছে যাব যারা নামাযরে জামাতে উপস্থতি হয়নি। এরপর তাদরে বাড়ঘির আগুনে জ্বালয়িে দবি।”[সহীহ মুসলমি(৬৫১)] ৪. ঈদগাহ,ে রাস্তাঘাটে কংিবা অন্য কোনে স্থানে নারী-পুরুষরে অবাধ মলোমশো এবং পুরুষদরে মাঝে নারীদরে ভড়ি জমানো: এটি বড় ধরনরে ফতিনা ও খুব বপিদজনক।এ ব্যাপারে ওয়াজবি হল নারী-পুরুষ উভয়কে সাবধান করাএবং যতটুকু সম্ভব প্রতরিোধরে জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষপে গ্রহণ করা। নারীরা পুরোপুরি চলে যাবার আগে পুরুষ ও যুবকদরে কখনো সালাতরে স্থান বা মসজদি ত্যাগ করা উচতি নয়। ৫. কছিু কছিু মহলিার সুগন্ধি মখে,ে সাজগোজ করে পর্দা ছাড়া বরে হওয়া: বর্তমানে এই সমস্যাটি ব্যাপক আকার ধারন করছে।েকছিু কছিু মানুষ এই ব্যাপারটকিে খুব হালকা ভাবে নচ্ছি।ে আল্লাহুল মুস্তাআন (এ ব্যাপারে আমরা আল্লাহর সাহায্য কামনা কর)ি। কছিু কছিু নারীতারাবীর নামায, ঈদরেনামায অথবা এ জাতীয় অন্য কোনে উপলক্ষ্যে বরে হওয়ারসময় সবচয়েে সুন্দর পোশাকটি পরধিান করনে এবং সবচয়েে উত্তম সুগন্ধি ব্যবহার কর;ে আল্লাহ তাদরেকে হদোয়তে করুন। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: “যনোরীসুগন্ধব্যিবহারকরকেোন কওমরেপাশদয়িএেমনভাবহেেঁটে যায়যাততোরাসুগন্ধরিসৌরভপতেে পারসেএেকজনব্যভচিারণী।”[হাদসিটি বর্ণনাকরছেনেনাসাঈ (৫১২৬; তরিমযিি (২৭৮৬);আলবানী সহীহআত্তারগীবওয়াত তারহীব’ (২০১৯)গ্রন্থএেই হাদসিকহোসানহসিবেউেল্লখেকরছেনে।] আবু হুরায়রারাদআিল্লাহু আনহু থকেবের্ণতিয,েতনিি বলনে: “আল্লাহর রাসূলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: “জাহান্নামরে অধবিাসী এমন দু’টো শ্রণেী আছে যাদরেকে আমি দখেনি।ি (১) তারা এমন মানুষ যাদরে কাছে গরুর লজেরে মত চাবুক থাকবে যা দয়িে তারা মানুষকে মারবে এবং (২) এমন নারী যারা কাপড় পরা সত্ত্বওে ববিস্ত্র, অন্যদরেকে পথভ্রষ্টকারনিী এবং নজিরোও পথভ্রষ্ট,তাদরে মাথার চুলরে অবস্থা উটরে ঝুলে পড়া কুঁজরে ন্যায়.তারা জান্নাতে প্রবশে করবে না; এমনকি জান্নাতরে সৌরভও পাবে না। যদওি জান্নাতরে সৌরভ এত এত দূর থকেে পাওয়া যায়।”[সহীহ মুসলমি (২১২৮)] নারীদরে অভভিাবকদরে উচতি তাদরে অধীনে যারা আছতোদরে ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা এবং আল্লাহ তাদরেউপরকর্তৃত্বরে যে দায়ত্বি ওয়াজবি করছেনে তা সম্পাদন করা। আল্লাহ বলছেনে: “পুরুষরো নারীদরে উপর কর্তৃত্বশীল এ জন্য য,ে আল্লাহ একরে উপর অন্যকে প্রাধান্য দান করছেনে”[৪ আন-নসিা:৩৪]

সুতরাং নারীদরে অভভিাবকদরে উচতি নারীদরেকে অবশ্যই সঠকি দকি নর্িদশেনা দয়ো। হারাম থকেে বাঁচার মাধ্যমে যে পথে তাদরেদুনয়িা ও আখরিাতরে নাজাত ও নরিাপত্তারয়ছে,ে সে পথে তাদরেকে পরচিালতি করা এবং আল্লাহর নকৈট্য অর্জনরে ব্যাপারে তাদরেকে উদ্বুদ্ধ করা।

৬- হারাম গান শোনা: বর্তমানে যে মন্দ কাজগুলো সর্বত্র ছড়য়িে পড়ছে এর মধ্যে গান-বাজনা অন্যতম। গান-বাজনা এত

ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার পরেও মানুষ এটাকে খুব হালকাভাবে নিচ্ছে। গান-বাজনা এখন টিভিতে, রেডিওতে,গাড়িতে,ঘরে, মার্কেটে সর্বত্র। লা হাওলা ওয়া লা কুবুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ (এর থেকে পরিত্রাণের কোন শক্তি ও ক্ষমতা নেই আল্লাহ ছাড়া)। এমনকি মোবাইল ফোনেও এই মন্দ ও খারাপ জিনিস থেকে মুক্ত নয়। অনেক কোম্পানি আছে যারা মোবাইল ফোনে সর্বাধুনিক মিউজিক টিউন দেওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করে।এভাবে গান এখন মসজিদে পর্যন্ত ঢুকে পড়েছে (আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন)...। আল্লাহর ঘরে মিউজিক কানে আসা এর চেয়ে বড় মুসিবত, মহা-অন্যায় আর কি হতে পারে। এ বিষয়ে প্রশ্ন নং- (34217) দেখুন। এ যেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসের বাস্তবপ্রমাণ, “আমারউম্মতেরমধ্যকেছিুলোকেএমনথাকবেযোরাব্যভিচার, রেশম, মদ এবংবাদ্যযন্ত্রকেহোলালগণ্যকরবে।”[সহীহ বুখারী (৫৫৯০)] আরো জানতে দেখুন প্রশ্ন নং-(5000) ও(34432)। তাই একজন মুসলিমের আল্লাহকে ভয় করা উচিত এবং তার জানা উচিত -তার উপর আল্লাহর যে নেয়ামতআছে এর জন্য তার শোকর করা কর্তব্য।স্বীয় প্রতিপালকের অবাধ্য হওয়াটা নেয়ামতের শোকর নয়। কিভাবে সে তাঁর অবাধ্য হবে যিনি তার উপর অসীম নেয়ামত বর্ষণ করে যাচ্ছেন। একবার এক দ্বীনদার ব্যক্তি কিছু লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যারা ‘ঈদেরআনন্দে মত্ত হয়ে গর্হিত কাজ করছিল।তখন তিনি তাদেরকে বললেন, “যদি তোমরা রমজানে ভালো আমল করে থাকো তাহলে ভাল আমল করতে পারার শোকর তো এটি নয়। আর যদি তোমরা রমজানে খারাপ আমল করে থাকো,তাহলে রহমানের সাথে খারাপ সম্পর্ক করার পর তো কেউ এমন আমল করতে পারে না।” আল্লাহইসবচেয়েভোলোজানেন।